ATMADEEP

An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Issue-II, November, 2025, Page No. 335- 342
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.issue.02W.215

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর কবিতায় ‘কবিতার’ প্রসঙ্গ

মিহির মজুমদার, *সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, রাধাগোবিন্দ বরুয়া মহাবিদ্যালয়, গুয়াহাটি, অসম, ভারত*
সঞ্জয় ভট্টাচার্য, *সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়, গুয়াহাটি, অসম, ভারত*

Received: 19.11.2025; Accepted: 21.11.2025; Available online: 30.11.2025
©2025 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

Nirendranath Chakraborty was born in Faridpur, Bangladesh. Since childhood, he was fond of writing poetry, that is, playing the game of connecting words with words. He started writing and publishing poetry at the age of 16. His first published book is 'Neel Nirjan'. He has been writing poetry for a long time. He has done various experiments with poetry. He always tried to make poetry understandable to the common man. The poet's vision of life is very broad. Urban and rural life, nature, contemporary politics all find equal place in his poetry. Nirendranath Chakraborty is an unforgettable name in modern Bengali poetry. Many things are still unexamined in the discussion of his poetry. Like many other poets, he has written a lot about poetry, sometimes in verse and sometimes in prose. This is also a unique aspect of the poet's talent. He is a match for making poetry understandable to the common man. His poems are diverse in terms of thought and subject matter. He has experimented in creating the style of poetry. The ‘kabitar class’ book of about prosody is widely read. He has presented the beautiful and simple identity of Bengali rhythm. His poems are brilliant with the use of various rhythms, that is beyond words. The poet has thought a lot about the relationship between poetry and human life. We see the expression of that thought in many of his poems.

Keywords: Modern Bengali Poetry, Poetic Experimentation, Accessibility of Poetry, Human Life and Poetry, Rhythm and Prosody

কবিতার স্বরূপ নির্ণয়ে পৃথিবীর সকল কবিই ভাবনা-চিন্তা করেছেন। চর্যার (প্রাচীন বাংলার) কবিদেরও কিছুটা এমন ভাবনায় তাড়িত হতে দেখা যায়। ‘‘এড়ি এউ ছান্দক বান্ধ’’[১] এই বাক্যবন্ধে কবি লুইপাদ কাব্যের পরিমিতির বিষয় অনুধাবনের চেষ্টা করেছেন। বাংলা কবিতার অন্তরমহলের কারুকাজ সম্পর্কে এমন সূত্র অন্যত্রও খুঁজে পাওয়া যায়। ভারতচন্দ্র তাঁর অন্নদামঙ্গল কাব্যে যেমন বলেছেন, ‘‘অতএব কহি ভাষা যাবনী মিশাল’’[২]। ভাষা কাব্যরস সমন্বিত হওয়া চাই, এই ছিল ভারতচন্দ্রের সিদ্ধান্ত। পরবর্তীকালে কবি রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮২৭-১৮৮৭) কবিতার স্বরূপ সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন। সেখানে তিনি ইংরেজ কবি মিলটনের একটি কবিতার প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। ‘‘Hence, loathed melancholy’’[৩]। প্রসঙ্গত তিনি বলেন— ‘‘আমাদিগের দেশের কবিতা, কোমল বনিতা, “রসেন মিলিতা” তাঁহার সহিত গাম্ভীর্য্যের কোনো সম্পর্ক নাই’’[৪]। অন্যত্র কবি তাঁর ‘পদ্মিনী উপাখ্যান’ কাব্যের ভূমিকায় বলেছেন— “ কবিতার আর এক গুণ এই, তাহা সুষুপ্তপ্রায় মানসিকবৃত্তিচয়কে সহসা জাগরিত এবং উত্তেজিত করিতে পারে।”[৫] বঙ্কিমচন্দ্রও কবিতা সম্পর্কে তাঁর সুচিন্তিত মত ব্যক্ত করে গেছেন। রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যের স্বরূপ অনুধাবনে

বেশ কিছু গ্রন্থ রচনা করে গেছেন। রবীন্দ্র-পরবর্তী কবিরাও কবিতার মাহাত্ম্য উপলব্ধিজাত নানা বক্তব্য নানা সময়ে উপস্থাপন করেছেন। এঁদের মধ্যে সুধীন্দ্রনাথ, বিষ্ণু দে, বুদ্ধদেব বসু, জীবনানন্দ অন্যতম। জীবনানন্দের 'কবিতার কথা' বুদ্ধদেবের 'কালের পুতুল' গ্রন্থ দুটি আজও সমাদৃত। সুধীন্দ্রনাথ দত্ত তাঁর 'কাব্যের মুক্তি' প্রবন্ধে বলেছেন—

> ''কবির কর্তব্য তাঁর প্রতিদিনের বিশৃঙ্খল অভিজ্ঞতায় একটা পরম উপলব্ধির মাল্য রচনা। কবির উদ্দেশ্য তার চার পাশের অবচ্ছিন্ন জীবনের সঙ্গে প্রবহমান জীবনের সমীকরণ।''[৬]

সাহিত্য চিরকাল মানুষের কথা বলে এসেছে। মানুষের কল্পনা আশা আকাঙ্ক্ষা সাহিত্যে প্রকাশ পায়। কবি বিষ্ণু দে তাঁর 'সাহিত্যের ভবিষ্যৎ' নামক প্রবন্ধে বলেছেন—

> ''সকল সচেতন মানুষের মধ্যেই তো অন্তরের ধ্যানখানি আপনার ভাষা খোঁজে। কিন্তু জীবনযাত্রার অমানুষিক রথচক্রঘর্ঘরে সে ভাষা ডুবে যায়, মন ভবিষ্যতে খুঁজে বেড়ায় তার সম্পূর্ণ বাণী।''[৭]

অন্যদিকে কবি জীবনানন্দ কবিতা সম্পর্কে ইংরেজ কবি অডেনের উক্তি 'memorable speech'— এই কথাকে খণ্ডন করে বলেছেন, কবিতার অবয়বে থাকবে ইতিহাসচেতনা ও পরিচ্ছন্ন কালজ্ঞান।[৮] কবিতা সম্পর্কে আলোচনায় পিছিয়ে নেই কবি নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীও (১৯২৪ - ২০১৮)। এ সম্পর্কিত তাঁর দুটি বই খুবই উল্লেখযোগ্য। 'কবিতার দিকে ও অন্যান্য' এবং 'কবিতা কী ও কেন?' এই দুটি গ্রন্থে নীরেন্দ্রনাথ কবিতার অন্তর্নিহিত তাৎপর্য নিয়ে বিস্তর আলোচনা করেছেন। আমরা এখানে তাঁর রচিত কবিতার কিছু পর্যালোচনা করতে চাই; বিশেষত যে কবিতাগুলোতে কবির কবিতা-সংক্রান্ত ভাবনার প্রকাশ ঘটেছে। আলোচনার সুবিধার জন্যে আমরা কবির ১৯৭১ থেকে ১৯৮৩ সময়কালে রচিত ও প্রকাশিত মোট ছয়টি কাব্য শুধু নির্বাচন করেছি।

১। 'উলঙ্গ রাজা' (১৯৭১) ২। 'খোলামুঠি' (১৯৭৪) ৩। 'কবিতার বদলে কবিতা' (১৯৭৬) ৪। 'আজ সকালে' (১৯৭৮) এবং ৫। 'পাগলা ঘন্টি' (১৯৮১) ৬। 'ঘর-দুয়ার' (১৯৮৩)

এই কাব্যগুলির কিছু কবিতায় 'কবিতার' প্রসঙ্গ বিবৃত হয়েছে। 'উলঙ্গ রাজা' কাব্যে মোট ৩৫টি কবিতা আছে। যার মধ্যে ৪ টি কবিতায় সরাসরি কবিতার প্রসঙ্গ বর্ণিত হয়েছে। সেগুলি হল— ক) 'না এলে না-ই বা এলে' খ) 'প্রাকৃত বচন' গ) 'কাচের গুঁড়ো' ঘ) 'কবিতা '৭০'

'না এলে না-ই বা এলে' কবিতাটিতে কবির এক স্বীকারোক্তি প্রকাশ পেয়েছে। আবাল্য কবিতার সঙ্গে পরিচিত কবি হালে তার সাক্ষাৎ লাভ করছেন না। এ নিয়ে কবিমনে খানিকটা উদ্বেগ ও অভিমান মিশ্রিত হয়ে আছে। কবিতা কল্পনালতা বলে কবি মনে করেন না। রক্তমাংসের মূর্তিরই তিনি সন্ধানি। তাকে না পেলে শব্দের ভেতরে ফোটাতে হবে, এই কবির মত।

> ''তবে তাকে শব্দের ভিতরে
> সমূহ ফোটাতে হবে, না-ফোটালে এ-জন্মে আমার
> পরিত্রাণ নেই।''[৯]

কবি বলেছেন কবিতা তাঁকে যতই ধোঁকা দিক, চালাক মাছের মতো দূরে ঘোরাফেরা করুক, তাতে জেদ বেড়ে যায়। তিনি শব্দ নির্বাচনে সতর্ক হবার চেষ্টা করেন। তাঁর ডানে বাঁয়ে শব্দের পাহাড় জমে আছে। তা দিয়েই জোড় মেলাবার চেষ্টায় ব্রতী আছেন। তবে দুবার তিনি কবিতাকে দেখতে পেয়েছেন বলে ঘোষণা করেছেন এই বলে-

> ''একবার আগ্রার এক ভগ্ন মিনারের শীর্ষে সন্ধ্যার আগুনে
> একবার পুরীর
> দীপ্র মরকতকান্তি তরঙ্গমালায়।''[১০]

কবি তাঁর বাল্যস্মৃতির প্রসঙ্গ টেনে 'কবিতার দিকে' প্রবন্ধে উল্লেখ করেছেন যে কবিতা তাঁর সহজাত ভাষা। গদ্য নয়। শব্দে-শব্দে জোড় মেলাবার খেলায় তিনি শৈশবে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন।[১১]

তাঁর 'প্রাকৃত বচন' কবিতায় কবিতার শব্দ প্রয়োগ ও প্রতীক নির্বাচনের কথা আছে। বলছেন ব্যাধির ওষুধ প্রকৃতির ভিতরে রয়েছে বলেই বার বার কবিতায় প্রকৃতির প্রসঙ্গ ফিরে আসে। কবির ভাষায়—

> ''যদি শুদ্ধতার প্রতীক হিসেবে কবিতায়
> ফুলের উল্লেখ করো, তবে
> উদ্যানে-অরণ্যে গিয়ে চিনে নিতে হবে

কোনটা কোন্ ফুল''[১২]

'কাচের গুঁড়ো' কবিতাটি রূপকধর্মী। তাতে 'শব্দ' ভাষার প্রতীক হিসেবে ব্যবহৃত হয়নি। এই শব্দ সমকালীন রাজনৈতিক পরিস্থিতির সঙ্গে একীভূত। সাতের দশকের বাংলার রাজনৈতিক ডামাডোলের চিত্র এখানে পরিস্ফুট হয়েছে। মানুষের জীবনে বোমাবাজি সংক্রান্ত মৃত্যুর আতঙ্ক কীভাবে ছড়িয়ে পড়েছিল তা-ই কবি একটি চিত্রকল্পের মাধ্যমে ধরতে চেয়েছেন।

''এবং কারা গদ্যে-পদ্যে
ঘুরছে-ফিরছে তারই মধ্যে,
তুলতে চাইছে নতুন করে দেবালয়ের চূড়ো।
আমরা দেখছি, তাদের
পায়ের তলায় ছড়িয়ে আছে ভাঙা কাচের গুঁড়ো''[১৩]

'কবিতা '৭০' কবিতাটি কবিতার বিচিত্র অভিব্যক্তি নিয়ে রচিত। কবিতা কত কথা বলে কীভাবে বলে, তার ফিরিস্তি দিয়েছেন কবি। মানুষের জীবন, ঘর-সংসার, জীবনের নানা টানাপোড়ন কীভাবে কবিতায় ব্যক্ত হয় তারই আশ্চর্য লেখ এই কবিতা। অধিকন্তু এই কবিতায় সাতের দশকের কলকাতার চালচিত্রের ছবি আছে।

কবি লিখেছেন—

''এক-একটা কবিতা যেন সুতানুটি-গোবিন্দপুরের
রাত্রিকে ফিরিয়ে আনে।
এক-একটা কবিতা যেন অকস্মাৎ
টান্ মেরে হটিয়ে দেয় ময়দানের সবুজ গালিচা
... ...
এক-একটা কবিতা যেন অকারণ আক্রোশে হঠাৎ
তরঙ্গে ডোবাতে চায়।''[১৪]

আমাদের আলোচনায় দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থটি হল 'খোলামুঠি'। এ কাব্যে মোট ৪৭টি কবিতা আছে। যার মধ্যে ৩টি কবিতায় কবিতার কথা আছে। কবিতা ৩টি হল— ক) নিজ হাতে, নিজস্ব ভাষায় খ) গোপন মুনিয়া গ) শব্দে-শব্দে টেরাকোটা। এই কাব্যে কবির আত্মপ্রত্যয় আরও দৃঢ় হয়েছে। রাজনৈতিক অস্থিরতা, বোমাবাজি, খুনজখম ইত্যাদিতে জীবনের যে অশুভ লক্ষণ ঘনিয়ে উঠেছিল চারপাশে তা যে মানুষকে শান্তি দিতে পারে না, সে-কথা প্রমাণিত হয়েছে। 'নিজ হাতে, নিজস্ব ভাষায়' কবিতায় কবি চিরন্তন ভালবাসার কথাই বলেছেন। বলছেন—

''স্নেহের চুম্বনখানি এঁকে দিতে ইচ্ছে হয়
সমস্ত শিশুর গালে''[১৫]

কেন না কবি জানেন ভালবাসা ছাড়া অন্য কোন কথা কবির কণ্ঠে মানায় না। তাই অত্যন্ত আবেগাপ্লুত কণ্ঠে কবি বলেন—

''ভালবাসা কবিতারই অন্য নাম।
যে-নাম হৃদয়ে তুমি উৎকীর্ণ করেছ, তাই জানো:
এখন সমস্ত মিথ্যা
কদর্য-অক্ষরে-লেখা সব গ্লানি ভুলবার সময়।
... ...
নিজস্ব ভাষায়
অঙ্কুরিত প্রতিটি বীজের কাছে নতজানু হয়ে
এখন বলবার লগ্ন:
গোপন থেকো না বৃক্ষ,''[১৬]

কিংবা 'গোপন মুনিয়া' কবিতায় কবি পাখির অনুষঙ্গে চরাচরের বিষাদের চিত্র অঙ্কন করেন। তাতে দেখা যায় চঞ্চল মুনিয়া পাখি উধাও হয়েছে। তাদের আকাশের সারাৎসার জানা হয়েছে কি না তা নিয়ে কবির সংশয়। সমস্ত শস্যের

স্বাদ না জেনেই সরে পড়েছে বুঝি। কোথায় বিবাদ। কোথায় রোদের আশ্লেষে বারুদের গন্ধ। এই দুশ্চিন্তা কবির মনে বিষাদের ছায়া আঁকে। পাখি কবির হৃদয়ে প্রবেশ করেছে। মুনিয়ার রূপকল্পে কবিতার শব্দ কবিহৃদয়ে ঠোকর মারছে।

''হঠাৎ ভিতরে গিয়ে লাগালি শব্দের এই ঠেলা?
চোখের সমুখে
এতক্ষণ যারা ছিল, এখন রয়েছে তারা বুকে।
বুকের ভিতরে শব্দ ওঠে-পড়ে,
বুকের ভিতরে
বর্ণের আগুন জ্বলে ধিকিধিকি:''[১৭]

'খোলামুঠি' কাব্যের কবিতা-বিষয়ক একটি উজ্জ্বল কবিতা 'শব্দে-শব্দে টেরাকোটা'। এখানে কবি বলেছেন যে যার নিজস্ব শিল্প সমূহ অর্জন করে নেয়। কবি তার শব্দকে অভিজ্ঞতার চুল্লির ভেতর ঠেলে দেন। এবং তাতে কিছু শব্দ অগ্নিকুণ্ডে ঝরে যায়। কিছু হরিচন্দনের ফোঁটা হয়ে গ্রীষ্মরাত্রির আকাশে জ্বলে। কিছু শব্দ দীর্ঘায়ু হতে চায়। কবিতা টেরাকোটা শিল্পের বিষ্ণুমূর্তির মতো অক্ষত হবার দাবি রাখে। এই অভীপ্সা কবিতাটিতে ঘোষিত হয়েছে।

''আমি কি তোমার কাছে সনন্দ নিয়েছি কবিতার,
যে আমি তোমার জন্যে যাব
পাতালে, অথবা ঊর্ধ্বে আকাশে ফোটাব
তোমারই আলেখ্য?''[১৮]

অন্যদিকে 'কবিতার বদলে কবিতা' বইয়ে ৪৯টি কবিতা আছে। যার মধ্যে ৫টি কবিতা এমন যেখানে কবি কবিতা নিয়ে কথা বলেছেন। কবিতাগুলো হল— ক) 'কবি' খ) 'কবিতার বদলে' গ) 'ভাষায়, ভালবাসায়' ঘ) 'একটি-দুটি' ঙ) 'একদিন এইসব হবে, তাই'

'কবি' নামক কবিতায় একটি আত্মজিজ্ঞাসা মূর্ত হয়ে উঠেছে। কবি গদ্যের সভায় গেলে তাঁর পা যেন টলে না যায়। কবির পক্ষে গদ্য রচনার সংকট এবং তা থেকে উত্তরণের মানসিক ও শৈল্পিক স্থিতি কতটা জরুরি হয়ে ওঠে তা-ই কবি বলতে চেয়েছেন। 'কবিতার বদলে' কবিতায় কবিতা কী তা নিয়ে এক লম্বা ফিরিস্তি কবি দিয়েছেন। কবিতা কী, এ প্রশ্নে অল্পবিস্তর সব কবিই তাড়িত হয়েছেন। নীরেন্দ্রনাথ বলতে চান কবিতা শোকে সান্ত্বনা দেয়, ভয়ে সাহস জোগায়। আনন্দ ও শান্তি দেয় কবিতা।[১৯] আলোচ্য কবিতাটিতে চিলের অনুষঙ্গ জীবনানন্দের 'হায় চিল' কবিতার কথা মনে করিয়ে দেয়। চিলের কান্নার সুরে প্রেমিকার ম্লানমুখ মনে পড়ে, যে-মুখ বেতের ফলের মতো করুণ। কবি নীরেন্দ্রনাথের ভাষায়—

''সূক্ষ্ম কি জটিল নয়, বরং বিমূর্ত সরলতা—
এইগুলি কবিতা নয়, যুদ্ধ কি মীমাংসা নয়, খেলা
ভেঙে দিয়ে চলে যাওয়া নয়।''[২০]

প্রকারান্তরে 'ভাষায়, ভালবাসায়' কবিতা কবি বলেন ভাষার মধ্যে অন্য এক ভাষা থাকে। তা বেগনিবর্ণ ভালবাসা। কবিতার ভাষা ভাষাকে ছাড়িয়ে যায়। অন্য এক সুন্দর অনুভূতিলোকে আমাদের নিয়ে যায়। সুখের মধ্যে সুখের অতীত নিভৃতলোক রচনা করে। কবি দৃঢ় কণ্ঠে উচ্চারণ করেন—

''ভাষার মধ্যে ভাষা, এবং পুনশ্চ সেই ভাষা...
একটা ছিল ওষ্ঠে তোমার, একটা ছিল বুকে,
সেই দুটোকে মিলিয়ে নিলেই হিসেবটা যায় চুকে
ভাষার।''[২১]

এই কাব্যের 'একটি-দুটি' কবিতায় দুটি বিপরীত ছবি আমরা পাই। আমাদের পরিপার্শ্বের মানুষজন সকলেই আত্মপরতায় মগ্ন। সেখানে সত্যিকার মানুষ দু-একজন। এ কথা সত্য। সচরাচর মানুষ পরদুঃখে কাতর হয় না। অন্যের বিপদে সহায়ক ভূমিকা পালন করে না। পাশ কেটে চলে যায়। অনুরূপ ভাবে কবিও একটি-দুটি মাত্র আছে। যাঁরা প্রকৃতার্থে কবি কেবল তাঁরাই সমূহের বিপদে ঝুঁকি নিয়ে ঝাপিয়ে পড়েন।

''ওই কবি তরঙ্গ ছিঁড়ে

অগাধ জলে ঝাঁপিয়ে পড়ছে,
অন্যেরা সব দাঁড়িয়ে তীরে
পরের পকেট হালকা করছে।''[২২]

একেবারে বিপরীত মেরুতে দাঁড়িয়ে আছে 'একদিন এইসব হবে, তাই' কবিতাটি। এখানে কবি বলছেন, সমস্ত যোদ্ধা বিষণ্ণ হবার মন্ত্র শিখে যাবে। মৃত্যুকালে বৃদ্ধ মানুষ সহজে বলতে পারবে যাই। কোনো পার্থিব বেদনা ছাড়াই। মানুষের ঘাম, পরিশ্রম, বিশেষ মাহাত্ম্য পাবে। নারী তার প্রেমের ভাষায় আহ্বান করবে। এবং এইসব জাগতিক জীবনের শুভবোধক বলেই কবিতা লেখা হয়। কবি বলেন—

''একদিন এইসব হবে বলেই এখনও
সূর্য ওঠে, বৃষ্টি পড়ে, এবং কবিতা লেখা হয়।''[২৩]

এই আলোচনার চতুর্থ কাব্য 'আজ সকালে'। এতে ৪৭টি কবিতা অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। তার মধ্যে কেবল ৩টি কবিতায় কবিতার প্রসঙ্গ আছে। কবিতা ৩টি হল- ক) একদা লিখতেন খ) ছবি গ) হেমলতা

'একদা লিখতেন' কবিতায় কবিজীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক উঠে এসেছে। তাতে কবিতার রচনা সংক্রান্ত খোশ গল্পে কবির যে আস্থা নেই তা সরাসরি প্রকাশ পেয়েছে। তিনি মনে করেন সকল কবিই এমন কিছু অবশ্যই লিখেছেন যা কালের বিচারে টিকে যাবে। এমন সিদ্ধান্তের পক্ষে আত্মপক্ষ সমর্থনের ভঙ্গিতে কবি স্বগতভাবে এমন প্রশ্ন নিজেকেও করেন। এবং তাঁর কবিতা লেখার কলমও যে একদিন শুকিয়ে তাতে তাঁর নিজের কোনো সন্দেহ নেই। তাই কবি মনে করেন নিজের শরীরে আগুন জ্বালিয়ে যে-কবি কবিতা রচনা করে চলেছেন সে-কবিকে কিছু শেখানোর চেষ্টা করা একেবারে উচিত নয়। অন্যদিকে 'হেমলতা' কবিতায় প্রায় ব্যর্থ হতে চলা একটা প্রেমের সম্পর্কের বিপর্যাসে কবি কবিতার নির্মাণের অধ্যবসায়ের কথা বলেন।

''বাতাসে আগুনে জলে উদয়াস্ত আজও মায়াজাল
টেনে যাচ্ছি, জোড়-মেলানো কথা
যদি পাই, তোমাকেই দেব।''[২৪]

আমাদের উদ্দিষ্ট আলোচনায় নির্বাচিত পঞ্চম কাব্য 'পাগলা ঘন্টি' কাব্যে মোট ৪১টি কবিতা আছে। এর মধ্যে ৬টি কবিতায় কবিতার প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয়েছে। সেগুলি হল— ক) 'কবিতা হয় না' খ) 'কবিতার পাণ্ডুলিপি' গ) 'ঝড়বাদলে' ঘ) 'কবিরা যখন' ঙ) 'কবির নিয়তি' চ) 'শব্দ,শুধু শব্দ'

'কবিত হয় না' কবিতায় কবিতার হয়ে ওঠার রসায়ণের প্রসঙ্গ খুব সহজ ভাষায় কবি ব্যক্ত করেছেন। কবিতায় বিশেষ কথা কীভাবে নির্বিশেষ হয়ে ওঠে তা অলঙ্কারশাস্ত্রে বর্ণিত আছে। কাব্যের আত্মা তার ধ্বনি। যাকে বলা হয় বাচ্যাতিরিক্ত ভাবের ব্যঞ্জনা। কবিতার আপ্ত জিজ্ঞাসা- হিংসা কাকে উন্মাদ করেছে, কোন মানুষকে, সেই বিশেষ মানুষকে কবিতা নির্বিশেষ করে তুলতে বদ্ধপরিকর।

'কবিতার পাণ্ডুলিপি' কবিতায় একটি কবিতার সম্পূর্ণ হয়ে ওঠার অভিজ্ঞান রচনা করতে চেয়েছেন কবি। জীবনের ছোট বড় নানা অভিঘাতে কবিতা আন্দোলিত হয়। বন্ধু ও স্বজনবর্গ দূরে সরে যায়। কখনো এমন হয়, একদা অর্থবহ শব্দ অর্থহীনতায় ডুবে যায়। শিল্পীর জীবনেও এমনটাই ঘটে। এখানে প্রত্যাশা ও বিদ্রূপ সমান্তরাল হাঁটে। কখনো চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে নষ্ট ভাষা। এতকিছু বৈপরীত্যের মধ্যে থেকেই একটি কবিতা জন্ম লাভ করে। কবির আত্মস্খলনও ঘটে। নিজের ভাবমূর্তি প্রকাশের তাগিদে শাসকের পদলেহন করে। এটা কবিতার জগতে এক বিচ্ছিরি রোগ, এমনই মনে করেন কবি নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী।[২৫] 'কবির নিয়তি' কবিতায় এমন আশঙ্কার কথা ব্যক্ত করেছেন কবি। নিয়তির গুলি কবির পায়ে বিঁধলে তিনি স্বচ্ছন্দে চলাফেরা করতে পারেন না। শব্দগুলি তখন কবিকে ধোঁকা দেয়। একটা সময় কবি আর দিগ্বিজয়ের স্বপ্ন দেখেন না। তখন সরাইখানায় বসে কেবল ''কেউ কিসসু লিখতে পারে না...''[২৬] বলে থুতু ছেটান। কিন্ত হতচ্ছবি কবির কাম্য নয়। তাই যে হাজার শব্দ মাথায় ও বুকে ছিল তাকেই কবি কুড়িয়ে তোলেন নতুন করে জোড় মেলানোর জন্যে। কবিতার ভুলগুলি মুছে ফেলার জন্যে।

এবার 'ঘর-দুয়ার' কাব্যের প্রসঙ্গে বলতে হয়, এখানে ৩৯ টি কবিতা অন্তর্ভুক্ত আছে। এর মধ্যে কবি ৪ টি কবিতায় কবিতার প্রসঙ্গের অবতারণা করেছেন। কবিতাগুলি হল— ১। 'আমরা ক'জন' ২। 'মধ্যরাতে উন্মাদেরা' ৩। 'খেলোয়াড়ের টুপি' ৪। 'মর্জিমতন'

'আমরা ক'জন' কবিতায় কবির কাঙ্ক্ষিত শব্দ সন্ধানের প্রসঙ্গ আছে। সূর্যোদয়ের কথা আছে। যে-সূর্যোদয় মানব জীবনের গভীরে আলো ফেলবে। জীবনের প্রকৃত তাৎপর্য ধরা পড়বে। কবিতাটিতে 'মাঘ রাত্রের' অন্ধকার আকাশ ভেদ করার রূপক মুলত জীবনের আঁধার বিলোপের বার্তাবহ। কবির ভাষায়—

"সেই কথাটাই একটুখানি
অন্যভাবে বলতে চাই;
বলব, যদি অন্যরকম
শব্দাবলীর নাগাল পাই।"[২৭]

কবিতাটিতে অন্ধকারের অনুষঙ্গে কবির শব্দ সন্ধান থেকে এটা অনুভব করা যায়, কবিতার শব্দের প্রতি কবির অপার মায়া। এবং তিনি বিশ্বাস করেন যে-শব্দ অন্যরকম তার বিশেষত্ব অনেকখানি। তা দিয়ে নিভৃত সংলাপ তৈরি হতে পারে। সেই কথা সূর্যোদয়ের মতো সত্য। জীবনপথের দিশারি।

'মধ্যরাতে উন্মাদেরা' কবিতায় কবি লিখছেন শব্দ-সমাহারে যজ্ঞ যুদ্ধ প্রণয় হিংসার ফলাফলের সুত্র খুঁজে মরে উন্মাদেরা। এখানে শ্লেষের ভঙ্গিতে কবিমাত্রের আত্ম-জিজ্ঞাসার কথাই বলেন তিনি। কবিতা শব্দশিল্প। শব্দের কারুকাজে কবিতার রূপমূর্তি প্রকাশ পায়। কবির মনোবেদনার একটি কারণ এই প্রকৃত শব্দটি চয়ন করার ব্যর্থতা। দীর্ঘ কবিতাযাপনে তিনি অনুভব করেন, বহু শব্দ বহুধা ব্যবহৃত। যেমন তিনি লিখেন—

"কিছু শব্দ ডুবে গেছে সমুদ্রের রূপবর্ণনায়;
কিছু শব্দ লটকে আছে অশথের ডালে;
বৈকালী হাওয়ায়
ভো-কাট্টা ঘুড়ির মতো কিছু শব্দ দৃষ্টির আড়ালে
চলে যাচ্ছে; কম্পজ্বরে আর
অস্ত্রের ব্যাধিতে ভুগছে কিছু শব্দ ওই।
অন্যদিকে, গুরুবন্দনার
মন্ত্র হয়ে উঠতে গিয়ে কিছু শব্দ গম্ভীর বড়ই।"[২৮]

কবির দরদী হৃদয়ের স্বরূপ এখানে ধরা পড়ে। কবিতার প্রতি আত্মমগ্ন থেকে চরাচরে চোখ তুলে দেখছেন। কোথায় কাব্য লুকনো আছে। রবীন্দ্রনাথ যেমন বলেছিলেন, কবিরে পাবে না তাহার জীবন চরিতে। কবির মনোভূমি রামের জন্মস্থান অযোধ্যার চেয়েও সত্য। কবির কল্পদৃষ্টি সাধারণ নয়। তিনি সত্যের আবিষ্কারক। তাঁর দেখার ভঙ্গির মধ্যে লুকিয়ে থাকে নতুনকে জানার অভিব্যক্তি। 'খেলোয়াড়ের টুপি' কবিতায় ভাষার বাঁক বদলের ইঙ্গিত পাই। শব্দ-নির্ভরতার আঁচল থেকে শব্দহীন মূক সৌন্দর্যের দিকে কবি যাত্রা করতে চান। অন্তরে বাজছে ফেরার বাঁশি। বলা যায় উৎসে ফেরার ডাক কবি শুনতে পেলেন। "গন্ধ ফিরে যাচ্ছে ফুলের মধ্যে"[২৯], এই যাত্রা পরিপার্শ্ব জুড়ে, তা অবলোকন করেছেন কবি। তবে কবি মর্জিমতন চলতেই পছন্দ করেন। একবার নীরেন্দ্রনাথ সগর্বে বলে উঠেছিলেন—

"তা হলে আপনারা জেনেই রাখুন যে,
আপনাদের জন্যে আমি
লিখি না। বরং,
বাবুমশাইরা,
আপনারা যে সর্বদা আমাকে
নজরবন্দি করে রেখেছেন, এবং
তা সত্ত্বেও যে আমি এখনও
আমারই মর্জিমতন
লিখতে পারছি, লিখে যাচ্ছি,

এইটে ভেবে মাঝেমধ্যে আমার একটু
গর্বই হয়।"[৩০]

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর কবিতায় 'কবিতা'র প্রসঙ্গ নানা ভাবে এসেছে। কবিতার শরীর নির্মাণের কথা, কবিতার স্বরূপ এবং কবিতার গুরুত্ব, মানব জীবনে কোথায় এবং কতটা, এমন বহুবিধ প্রতর্ক কবি উত্থাপন করেছেন। প্রসঙ্গত আমাদের মনে পড়ে 'কবিতার ঘর ও বাহির' গ্রন্থে পূর্ণেন্দু পত্রী অনুরূপ একটি প্রসঙ্গের উল্লেখ করেছেন। তিনি লিখেছেন, "পৃথিবীর আলোয় ছন্দোবদ্ধ পদাবলীর যেদিন প্রথম জন্ম, সেদিন থেকেই সাহিত্যের এই মায়াবী সন্তানটির দিকে মানুষের কৌতূহল এবং কৌতুক, স্নেহ এবং সন্দেহ, বৈরাগ্য এবং ব্যাকুলতার মাত্রা প্রায় সমান সমান।"[৩১] নীরেন্দ্রনাথের গদ্য আলোচনাগুলি ছাড়াও কেবল কবিতার মধ্যে কবিতার স্বরূপের নানা কথা ও ইশারা আছে। যা তাঁর কাব্য আলোচনার ক্ষেত্রে বিশেষ পরিসর দাবি করে।

তথ্যসূত্র:

১. সেন, সুকুমার। চর্যাগীতি-পদাবলী। সাহিত্য সভা, বর্ধমান, মডার্ন আর্ট প্রেস, কল-১, ১৯৫৬, পৃ. ৪৮।
২. বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ এবং দাস, শ্রীসজনীকান্ত। ভারতচন্দ্র-গ্রন্থাবলী (প্রথম ভাগ)। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, কলকাতা, ১৩৪৯, পৃ. ৪৮৫।
৩. https://allpoetry.com/L'Allegro
৪. বন্দ্যোপাধ্যায়, রঙ্গলাল। বাংলা কবিতাবিষয়ক প্রবন্ধ। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, কলকাতা-৬,২০০৯ পৃ. ৪৪।
৫.https://ia800807.us.archive.org/5/items/in.ernet.dli.2015.338558/2015.338558.Rangalal-Bandyopadhyayer.pdf পৃ-১৬
৬. দত্ত, সুধীন্দ্রনাথ। স্বগত। ভারতী ভবন, কল-১২, প্রথম সংস্করণ, ১৩৪৫, পৃ. ২২।
৭. দে, বিষ্ণু। সাহিত্যের ভবিষ্যৎ। সিগনেট প্রেস, কলকাতা-২০, প্রথম সংস্করণ, ১৩৫৯, পৃ. ৪০।
৮. দাশ, জীবনানন্দ। কবিতার কথা। সিগনেট প্রেস, কলকাতা-২৩, ১০ম সংস্করণ, ১৪১৩, পৃ. ৩৩।
৯. চক্রবর্তী, নীরেন্দ্রনাথ। কবিতাসমগ্র-২। আনন্দ পাবলিশার্স প্রা. লি. কলকাতা-৯ প্রথম সংস্করণ, ৭ম মুদ্রণ-২০১৬, পৃ. ১৬।
১০. তদেব, পৃ. ১৬।
১১. চক্রবর্তী, নীরেন্দ্রনাথ। কবিতার দিকে ও অন্যান্য রচনা। পুনশ্চ, কলকাতা-৯, প্রথম সংস্করণ, ১৯৯২, পৃ. ১৫।
১২. চক্রবর্তী, নীরেন্দ্রনাথ। কবিতাসমগ্র-২। আনন্দ পাবলিশার্স প্রা. লি. কলকাতা-৯ প্রথম সংস্করণ, ৭ম মুদ্রণ-২০১৬, পৃ. ১৭।
১৩. তদেব, পৃ. ২৫।
১৪. তদেব, পৃ. ২৯।
১৫. তদেব, পৃ. ৬০।
১৬. তদেব, পৃ. ৬১।
১৭. তদেব, পৃ. ৬৫।
১৮. তদেব, পৃ. ৭৯।
১৯. চক্রবর্তী, নীরেন্দ্রনাথ। কবিতার কী ও কেন। দেজ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ চতুর্থ সংস্করণ ১৯৯৮, পৃ. ৩৪।
২০. চক্রবর্তী, নীরেন্দ্রনাথ। কবিতাসমগ্র-২, আনন্দ পাবলিশার্স প্রা. লি. কলকাতা-৯ প্রথম সংস্করণ, ৭ম মুদ্রণ-২০১৬, পৃ. ১০১।
২১. তদেব, পৃ. ১১২।
২২. তদেব, পৃ. ১১৫।
২৩. তদেব, পৃ. ১২০।
২৪. তদেব, পৃ. ১৫৭।

২৫. তদেব, পৃ. ১৮৪।
২৬. তদেব, পৃ. ১৯৭।
২৭. তদেব, পৃ. ২০৩।
২৮. তদেব, পৃ. ২০৬।
২৯. তদেব, পৃ. ২১৪।
৩০. তদেব, পৃ. ২২৪।
৩১. পত্রী, পূর্ণেন্দু। কবিতার ঘর ও বাহির। দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৯৩, পৃ. ১১।